Misc.

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18 APR 1986 ...

দেশের প্রথম ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন

18 APR 1986

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গত চার বছরে অর্জিত সাফল্যকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ গতকাল বলেছেন, অতীতে রাজনৈতিক কলহ-কোন্দলে দেশ অনেক পিছিয়ে গেছে। অনেক

৩-এর পৃঃ দ্রঃ

10

ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন

(১ম পৃঃ পর)

সময় নষ্ট হয়েছে জাতির। আর তা হতে দেয়া যায় না। এখন দরকার সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়া।

গতকাল সকালে সাভারের জিরানীতে দেশের প্রথম ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করার সময় প্রেসিডেন্ট ক্রীড়া ক্ষেত্রে অগ্রগতির বর্ণনা দিচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সানন্দে বলেন, গত বছরে দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রেই নয় শুধু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা অনেক অবদান রেখেছি। আমরা অনেক কিছু করেছি। এ অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে যেতে হবে।

সম্মিলিত প্রয়াস চললে দেশকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে বলে প্রেসিডেন্ট দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

একশত একর জমির ওপর স্থাপিত ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পর ৬০ জন ক্যাডেট নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। সর্বমোট ৮৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে তিন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি তৈরী করতে। এ পর্যন্ত ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী জাকির খান চৌধুরী জানান।

জনাব চৌধুরী বলেন, পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি শেষ হলে তা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সর্ববৃহৎ ও আধুনিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে এটি হবে এ অঞ্চলের অন্যান্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলা বলেন, প্রেসিডেন্ট এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের প্রথম স্বপ্ন দেখেন।

প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস বর্ণনাকালে বলেন যে ৭৬ সালে জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে যখন বিরাজ করছিল বিরাট শূন্যতা, তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের যেখানে তৈরী হবে উন্নতমানের ক্রীড়াবিদ, যাদের মাধ্যমে খেলাধুলার জগতে বাংলাদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট তখন ছিলেন এনএসসিবির চেয়ারম্যান।

ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বালক ও কিশোর ক্যাডেটদের লক্ষ্য করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তাদের ৬ বছরের শিক্ষা জীবন শেষে তারা দেশের জন্যে গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হবেন—এটাই সকলের প্রত্যাশা।

গত দশ বছরে ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তনের উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, ৭৬ সালে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি আজ আর নেই। সাফ ক্রীড়াতেও বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা সাফল্যের সাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এখন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের সোনার মেডেল আনতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ... ক্রীড়াঙ্গনের মত ক্রীড়াঙ্গনেও রাজনীতি থেকে দূরে রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বলেন, এখানে রাজনীতিবিদদের কোনো স্থান নেই।

ভাষণের পর প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ফলক উন্মোচন করেন। এ উপলক্ষে বিশেষ মোনাজাতেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডিসিএমএলএ এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ, বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিক ও পদস্থ সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনের পর প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠানের ক্যাডেটদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন।

সাভারে গ্রাম সমাবেশে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন যে দেশের অর্থবহ উন্নয়নের জন্য পল্লী এলাকার নির্যাতিত জনগণকে সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

আজ এখানে এক গ্রাম সমাবেশে ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন যে পল্লী এলাকার দুঃস্থ ও নির্যাতিত জনগণের অবস্থা উন্নত হলেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

তিনি বলেন, 'আমি পল্লী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রাসাদের প্রেসিডেন্ট নই। আমি সব সময় মাজে মেহনতি মানুষের সমঅধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের পাশে রয়েছি।'

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে পল্লীর জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য পল্লীর দৃশ্যপট থেকে দূরে সুউচ্চ ভবনে বসে প্রণীত পরিসংখ্যান এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশকৃত ব্যবস্থাবলী বাস্তব হতে পারে না।

তিনি বলেন, এ জন্য আমাদের জনগণের কাছে যেতে হবে।

প্রেসিডেন্টর্ট বলেন যে পল্লীর জনগণ একবার তাদের অধিকার পেলে কেউ তাদের বঞ্চিত বা শোষণ করতে পারবে না।

তিনি হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন, আপনাদের অবস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনাদের ভালভাবে জানার জন্য এবং সীমিত জাতীয় সম্পদের মধ্যে আপনাদের সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমি প্রায় প্রত্যহ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত রিজিয়া নাম্নী এক বিধবা মহিলার বক্তব্যের উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে ইসলাম মহিলাদের জন্য সমাজে সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলামের গৌরব উজ্জ্বল দিনগুলোতে আমরা ধর্ম ও দেশের জন্য মহিলাদের পুরুষের পাশাপাশি সংগ্রাম করতে দেখেছি। জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে বা তাদের অধিকার বঞ্চিত করে অর্থবহ উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন যে সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে শিশুদের আধুনিক ও ইসলামী উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা সামাজিক অবক্ষয় রোধ করবে।